মোষের শিঙের শিঙাটি

মোষের শিঙের শিঙাটি

মূল-সহ ভাষান্তরিত অসমিয়া বিহু গীতের সংগ্রহ

সংগ্রহ ভাষান্তর সম্পাদনা

মানিক দাস

মনফকিরা

www.monfakira.com

মোষের শিঙের শিঙাটি

মূল-সহ ভাষান্তরিত অসমিয়া বিহু গীতের সংগ্রহ

সংগ্রহ ভাষান্তর সম্পাদনা : মানিক দাস

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১

স্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 978-93-80542-29-4

প্রকাশক : মনফকিরা

২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত,

ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯

বইপাড়ায় : ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন এবং

১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১, ৯১-৯৪৩৩৪১২৬৮২,

৯১-৯৪৩৩১২৮৫৫৫

ওয়েবসাইট : www.monfakira.com

ব্লগ : http://monfakira.blogspot.com

ফেসবুক : https:/www.facebook.com/groups/monfakirabooks/

ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.pub@gmail.com/

monfakirabooks@yahoo.co.in

গ্রন্থসজ্জা হরফবিন্যাস ও প্রচ্ছদভাবনা : মনফকিরা

মুদ্রণ : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

৮০ টাকা

যাত্রাপথের আনন্দসঙ্গী

রীতা ধর ও গৌতম ধরের হাতে—

যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক,

দিতে পারিনি কিছুই

কৈফিয়ত ॥ ৯

বিহু ও বিহু গীত বিষয়ক নান্দীপাঠ ॥ ১৩

বি হু গী ত

মূল ও ভাষান্তরিত পাঠ : ১-১০১ ॥ ২৯

অতিরিক্ত দশটি ॥ ৮২

শব্দার্থ ও টীকা ॥ ৯২

সহায়ক গ্রন্থ ॥ ৯৫

কৈ ফি য় ত

বিহু গীত শুনতে দারুণ। কথাটা যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের প্রত্যেকে স্বীকার করবেন। গানের অর্থ না-বুঝলেও এর সুরের টানে সঙ্গীতের উন্মাদনাময় অন্য এক জগতে সহজেই প্রবেশ করা যায়। অ-অসমিয়ারা, বিশেষ করে বাঙালিরা, সে ভাবেই নাচ-সহ বিহু গীত শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমার প্রায়শ মনে হত যে, অর্থ জেনে নিলে বা বুঝতে পারলে শোনাটা আরও মধুর লাগত বাঙালি শ্রোতাদের কানে। তাঁরা আরও বেশি করে বিহু গীতের প্রেমে পড়তেন। এ রকম ভাবনা থেকেই আমি বিহু গীত ভাষান্তরের কথা ভাবি এবং এক সময়ে কাজে হাত দিই।

কাজে হাত দিয়ে আমি বেশ ফাঁপরে পড়ি। শুরুতে যেমনটা মনে হয়েছিল, কাজটা আদতে সে-রকম নয়, বেশ কঠিন। প্রথম সমস্যা, এর ভাষা। ভাষাটা গ্রাম্য, গীতে ব্যবহৃত শব্দগুলো নিতান্তই আঞ্চলিক এবং নিম্নবর্গীয়। অসমিয়া ভাষার উৎকৃষ্ট সম্পদ। গীতিকাররা সবাই গ্রামের চাষাভুষো শ্রেণীর। লেখাপড়া না-জানা বা কম-জানা রসিক স্বভাবকবির মনের খেয়ালে রচনা করা বিহু গীতগুলো পরম্পরাগত ভাবে মুখে-মুখে চলে আসছে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে। এমন ভাষার রূপ-রস-সহ কাব্যিক বৈশিষ্ট্য বাংলায় নিয়ে আসা কঠিন। অনেক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। আশ্রয় নিতে হয় কাছাকাছি কোন শব্দ বা তৎসম শব্দের। এতে লৌকিক অসমিয়া ভাষার যে-স্বাভাবিক কমনীয়তা ও সরসতা, তা আর থাকে না। ফলে অনেক সময়ে রূপান্তরিত হয়ে বিহু গীত বাংলায় শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, তা রীতিমতো মান্য ও পরিশীলিত একটা কাব্যরূপ। স্বাভাবিক ভাবেই মাটির গন্ধ অনেকটাই এ রকম রূপান্তরে হারিয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, অনেক সময়ে বেশ হাস্যকর ঠেকে অনেক পদের এই ভাষান্তরিত রূপ।

অজস্র বিহু গীত খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে, খুব সাধারণ লোকের ভাষা হওয়াতে গীতিকাররা কেউ ছন্দ নিয়ে বিশেষ ভাবেননি। অন্ত্যমিলকে গুরুত্ব দিয়ে তার কাব্যরূপ বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এখানে কাব্যরীতির

সূত্রাবলি খুঁজতে গেলে মুশকিল। আসলে গীত লেখার সময়ে তাঁদের মাথায় থাকে সুর। সেই সুর ধরে গান রচনা করতেই তাঁরা অভ্যস্ত। সুরটাকে ঠিক রাখার জন্য পদকর্তা বা গীতিকাররা অনেক সময়ে অপ্রয়োজনেও কিছু-কিছু শব্দে এ-কার বা আ-কার দিয়ে দেন বা শব্দের বিকৃতি ঘটান। সে-রকম পদ পাঠ করতে গেলে একটু অসুবিধে হয়, মনে হয় বাক্যটা ভুল। আসলে ভুল নয়, এটাই রীতি। বাংলায় এ ভাবে রূপান্তরিত করা যাবে না। অসমিয়া পাঠকরা কিন্তু পড়ার সময়ে মনে-মনে সুরটা ভাঁজতে পারেন বলেই তাঁদের পড়তে অসুবিধে হয় না, বরং স্বাভাবিক মনে হয়।

এ সমস্ত কারণে অনেক মূল্যবান মণিমুক্তোর মতো বিরল সব পদ বাংলায় ভাষান্তরিত করতে গিয়ে হতাশ হয়েছি। কিছুতেই পেরে উঠছিলাম না। মনে হচ্ছিল, আমার পক্ষে এ অসম্ভব। তবু যতটুকু সাধ্যে কুলিয়েছে, করেছি। আশা রাখছি, আগামী দিনে যোগ্যতর কেউ এ কাজে হাত দিয়ে এর প্রতি সুবিচার করবেন। বলা বাহুল্য, আমি অপেক্ষাকৃত সহজ পদগুলোই বেছে নিয়েছি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষান্তরের ক্ষেত্রে জোর দিয়েছি ভাবের ওপর। সুরটাকে ততটা আমল দিইনি। চেষ্টা করেছি যাতে কবিতা হিসেবে এগুলো পড়া যায় এবং বিহু গীতের তাৎপর্য ও বিশেষত্ব কিছুটা ঠাহর করা সম্ভব হয়। সে কারণে বাংলা অক্ষরে মূল গীতরূপটিও রেখেছি বাঁদিকের পৃষ্ঠায়, আর ডানদিকের পৃষ্ঠায় রয়েছে তার ভাষান্তরিত রূপ। আমার অক্ষমতার দরুন কোথাও যদি বিচ্যুতি ঘটিয়ে থাকি, তার জন্য আমি দুঃখিত। এ জন্য আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আশা করছি, বিহু গীতের এই নমুনা-সংগ্রহ পাঠকদের মনে প্রচলিত গান ও নাচ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আগ্রহ তৈরি করবে। এবং অসমিয়া লোকসংস্কৃতির এক অপূর্ব ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে।

এ বইয়ের অন্তর্গত বিহু গীতগুলোর কিয়দংশ ২৪ পরগণার হাটথুবা থেকে প্রকাশিত 'কবিকল্প' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার সম্পাদক গোপাল মল্লিকের আগ্রহে ও উৎসাহে। গীতগুলো তখনই পাঠকমহলে বেশ সাড়া ফেলেছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে আমি পরবর্তী কালে আরও কিছু গীত অনুবাদ করি। এই সুযোগে গোপালবাবুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

'মনফকিরা'র সন্দীপন ভট্টাচার্যের নিরন্তর তাগিদ না-থাকলে এ বই আদৌ প্রকাশের মুখ দেখত না। তাঁর আগ্রহের জন্যই কাজটা শেষ করতে পারলাম। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। অনুজপ্রতিম বন্ধু অধ্যাপক ও কবি অভিজিৎ চক্রবর্তীর এই অনুবাদের ব্যাপারে অপরিসীম উৎসাহ ছিল। তিনি অনূদিত গীতগুলোর পাণ্ডুলিপি পড়ে উৎসাহব্যঞ্জক নানান পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। তাঁর এ

উপকার ভুলবার নয়। এ ছাড়া অনুবাদের কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য পেয়েছি কবি জীবন নরহ, ডা. পার্থসারথি বরুয়া, ধন, রূপা এবং আরও অনেকের কাছ থেকে। ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন তরুণ অসমিয়া কবি কুশল দত্ত ও আলোকচিত্রী আনোয়ার হুসেন হাজরিকা। স্ত্রী তাপসী ও কন্যা পলাক্ষীর সহযোগিতাও এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

মানিক দাস
গুয়াহাটি
বরদিন ২০১১

মোষের শিঙের শিঙাটি

মূল-সহ ভাষান্তরিত অসমিয়া বিহু গীতের সংগ্রহ

১

পীরিত পীরিতি চেঙেলীয়া পীরিতি
ক'লেও নপরে ওর;
সাদিনর বাটতে তোলৈ মনত পরে
শরীল মরি আহে মোর।

২

পীরিতি ইয়াকুল পীরিতি বিয়াকুল
পীরিতি প্রেমর জরি;
য'তে মের খুয়াবি ত'তে মের খাব
পীরিতি নপরে খহি।

৩

রৈনো রৈ পীরিতি করিম ঐ লাহরী
রৈনো রৈ পীরিতি করিম;
জীয়াই থাকোঁমানে পীরিতি নকরি
মরিলে কাহানি করিম।

৪

কেলেই এনেকুয়া হলি ঐ লাহরী
কেলেই এনেকুয়া হলি;
পীরিতি করিবর নহ'ল চারিদিনে
দুদিনত পাহরি গলি।

১

পিরিতি পিরিতি চ্যাংড়া পিরিতি
বলেও যায় না করা শেষ;
সাত দিনের প্রবাসেও তোকে মনে পড়ে
শরীর ভেঙে আসে বেশ।

২

পিরিতি আকুল পিরিতি ব্যাকুল
পিরিতি প্রেমর রশি;
যেখানে প্যাঁচাবি সেখানে প্যাঁচাবে
পিরিতি না-পড়ে খসি।

৩

রয়ে-সয়ে পিরিতি করব গো আদুরি
রয়ে-সয়ে পিরিতি করব;
বেঁচে থাকতেই পিরিতি না-করলে
করব কখন, যখন মরব!

৪

কেন এমন হলি ও মোর আদুরি
কেন রে এমনটা হলি;
পিরিতি করেছি চার দিনও হল না
দু-দিনেই ভুলে গেলি।

৫

ধূলিমাটিত পগলা আঠুকঢ়া ল'রা
ধর্ম পগলা সাধু;
আমি ডেকা ল'রা বিহুতে বলিয়া
নেপাতি কেনেকৈ থাকোঁ।

৬

তোমার বেজারত মরিম নৈতে পরি
সোঁতে পাই উটুয়াই নিব;
হাড়ে পচি যাব মঙহ জহি যাব
উজাই নাঅরীয়াই পাব।

৭

দিখৌ নৈ এরিব পারোঁ মই লাহরী
জাঁজী নৈ এরিব পারোঁ;
তোমাক ঐ লাহরী এরিব নোয়ারোঁ
নেখায়ো মরিব পারোঁ।

৮

ই বোলে ময়না সি বোলে ময়না
মই বোলোঁ বুকুরে সোণ;
মইনার ফাললৈ চাবকৈ নোয়ারি
যেনে পূর্ণিমারে জোন।

৫

ধুলোবালিতে পাগল হামা-দেওয়া ছেলে
ধর্মে পাগল সাঁই;
আমরা যুবাছেলে বিহুতে পাগল
না-করে কোথা যাই।

৬

তোমার শোকে আমি মরব নদীতে ডুবে
ভাসব আমি নদীর স্রোতে।
হাড় পচে যাবে মাংস খসে পড়বে
যাব উজানের মাঝির হাতে।

৭

দিখৌ নদী ছাড়তে রাজি আমি আদুরি
জাঁজী নদী ছাড়ব আজই;
তোমায় গো আদুরি পারব না ছাড়তে
না-খেয়ে মরতেও রাজি।

৮

এ বলে ময়না ও বলে ময়না
আমি বলি বুকের সোনা সে;
ময়নার দিকে তাকানোই যায় না
আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ যে।

৯

প্রথমে চালোঁ মই চকুয়ে চকুয়ে
দ্বিতীয়ে চিনাকি হলোঁ;
তৃতীয়ে লাহরী পীরিতি করিলোঁ
চতুর্থত বিদায় ল'লোঁ।

১০

তোমার গাল দুখনিত কোনে কামুরিলে
দুগালে দুধারি তেজ;
তোমার কিবা হলে কাকো নক'বা
মই হম তোমারে বেজ।

১১

যামগৈ জাঁজীলৈ নাহোঁ মই আজিলৈ
অকলই থাকিবা শুই;
গার কেচা মঙহ লোকক নিবিলাবা
শরীলত নিদিবা জুই।

১২

রূপরো নহলোঁ গুণরো নহলোঁ
নহলোঁ হাতর কাজী;
তোমালৈ বান্ধে ঐ যাম বুলিছিলোঁ
কপালত নাহিলোঁ সাধি।

৯

প্রথমে আমি তোর চোখে চোখ রাখলাম
দ্বিতীয়তে পরিচয় দিলাম;
তৃতীয়তে আদুরি পিরিতি করলাম
চতুর্থেই বিদায় নিলাম।

১০

তোমার দু-গালে সোনা কে দিয়েছে কামড়
দু-গালে রক্তের ধারা;
তোমার কিছু হলে বলো না কাউকে
ওঝা হয়ে দেব ঝাড়া।

১১

চলে যাব জাঁজি আসব না আজই
বিছানায় একা শুয়ো গিয়ে;
দেহের কাঁচা মাংস বিলিয়ো না কাউকে
মরো না গায়ে আগুন দিয়ে।

১২

আমি রূপেরও নই গুণেরও নই
হলাম না কাজের কাজি;
তোমার হব বলে ভেবেছিলাম মনে
কিন্তু ভাগ্য যে গররাজি।